

সংখ্যা ৩৪৯০
বিশুদ্ধ খাতুনামাশি

অর্থাৎ

মোসলমানি পত্রাদি লিখিবার পাঠ।

ইসলাম ধর্মপ্রচারক

শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন

প্রণীত।

সহকারী

মোহাম্মদ সোলেমান ও শু ভ্রাদার্স

৩৩৭ নং ও.পার চিৎপুর রোড,

কলিকাতা।

সং ১৩১৮ সাল।

বিশুদ্ধ খতনামা ।

অর্থাৎ

মোসলমানী পত্রাদি লিখিবার পাঠ ।



জেলা নদীয়া — পোস্ট গাঁজাডোব নিবাসী

ইসলাম ধর্ম প্রচারক

শেখ মোহাম্মদ জগিরুদ্দীন প্রণীত ।



৩০৭ নং অপার টিৎপুর রোড, গরাণহাটা,

পুস্তকালয় হইতে

মোহাম্মদ সোলেমান এণ্ড ব্রাদার্স

কর্তৃক প্রকাশিত ।

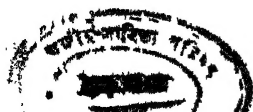


পঞ্চম সংস্করণ ।



PRINTED BY CHIVDAL BHATTACHARYA AT THE GENERAL
PRINTING AND BOOK BINDING WORKS, 10, RAJABAZAR, CALCUTTA

সন ১৩১৮ সাল ।



মূল্য ৮০ দুই আনা ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, এই “খতনামা” বহিখানি ডিমাই আট পেজী ও বার পেজী এই দুই একার সাইজে ছাপান গেল। অতএব এই খতনামা বহি যিনি লইবেন তিনি “বিশুদ্ধ খতনামা” কিম্বা “ছোট সাইজের খতনামা” বলিয়া জানাইলে এইরূপ বহি পাইবেন ।



প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বঙ্গভাষার মোসলমানী পত্রাদি লিখিবার পাঠ সংক্রান্ত কোন পুস্তক না থাকায়, ঢাকা—ঘোন্দা নিবাসী আমার প্রিয় দোস্ত জোনাব মুন্সী মনিরুদ্দীন আহাঙ্গদ ও নদীয়া—দহকুলা নিবাগী মদীয়া শশুর জোনাব মুন্সী হাজী মোহাঙ্গদ বেহেরুলা সাহেবদয় আমাকে ঋতনামা লিখিতে অনুরোধ করেন; আমি উক্ত সাহেবদয়ের অনুরোধের বশবর্তী হইয়া জন সমাজে “ঋতনামা” প্রচার করিলাম। যদি ইহার দ্বারা বঙ্গীর মোসলমান সমাজের কিঞ্চিৎ উপকার হয়, তাহা হইলে পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

গাড়াডোব,—নদীয়া।

ন.প্রাবণ, ১৩১০ সাল।

শেখ জমিরুদ্দীন

ইদলাম প্রচারক।

পঞ্চম সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

“খতনামাঃ” ভাগ্যে যে পঞ্চম সংস্করণ হইবে ইহা স্বপ্নের অতীত । অতি অল্প সময়ের মধ্যে, সুবিসাল বঙ্গ দেশে ইহা প্রচারিত হইয়াছে, ইহা বড়ই সুখের কথা । যাহা হউক অনেকের অনুরোধে এবার ইহার কোন কোন স্থান পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করা গেল । সাধারণের উৎসাহ পাইলে ভবিষ্যতে ইহার কলেবর আরও বৃদ্ধি করা যাইবে ।

পোঃ গাঁড়াডোব,—নদিয়া ।

২৫ শে মার্চ . ৩১৮ ।

শেখ জামিরুদ্দীন ।

ইন্সাম প্রচারক ।

পত্র লেখকদিগের প্রতি উপদেশ ।



১। মোসলমানের নামের পূর্বে ত্রী লিখিতে নাই, উহা ইসলাম শাস্ত্র বিরুদ্ধ ।

২। মোসলমানের নামের পূর্বে মোহাম্মদ বা শেষে আহাম্মদ লিখিতে হয় ।

৩। কোন বয়ঃজেষ্ঠ বা সদ্ভান্ত লোকের নিকটে পত্র লিখিতে হইলে জোনাব বা হজরত কিছা “মৌলবী” ও “মুনশী” লিখিতে হয় । আর মোসলমান মহিলার নামের পূর্বে “বিবি” লেখা উচিত । ছেলেদের নামের শেষে “মিঞা” লেখা ভাল ।

৪। নাম রাখিবার নিয়ম—মোসলমানের। স্ব স্ব পুত্র কন্যার স্বেচ্ছানুসারে কুৎসিত নাম রাখিয়া থাকেন ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ । (ক) এমন নাম রাখিবে যাঁহাতে আল্লা তাঁলার বান্দা বুঝায়, যেমন আবদুল্লা, আবদুল গফুর, আবদুল করিম ইত্যাদি । (খ) প্রথম শ্রেণীর নাম যদি পছন্দ না হয়, তাহা হইলে নবীদিগের নামে নাম রাখিবে, যেমন মোহাম্মদ, আহাম্মদ, মুসা, ইসা, ইত্যাদি । (গ) উপরোক্ত দুই প্রকারের নাম যদি পছন্দ না হয়, তাহা হইলে

এমন নাম রাখিবে, যাহাতে ইসলামের গৌরব বুঝায় যৈমন মনিরুদ্দীন, সামসুদ্দীন, কয়রুদ্দীন ইত্যাদি ।

৫। বালিকাদিগের নাম রাখিবার নিয়ম—
সালেহা, রোকেয়া, ফাতেমা, আয়েসা, খোদেজা,
হাফিজা ইত্যাদি ।

৬। চিঠি পত্রে খোদার নাম না লিখাই ভাল,
অনেক সময় পত্রাদি না পাক স্থানে পড়ে, তাহাতে
খোদার নামের অসম্মান হয় । যদি খোদার নাম
লিখিতে একান্ত ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে পত্রের উপরে
একটা দাঁড়ি বা এক লিখিলে মন্দ হয় না ।



ব. সা. প. পু.
উপহৃত ত. ২২-২-৩৮

দাদা, নানি ও তত্তুল্য লোকের নিকটে পত্র
লিখিবার পাঠ ও নমুনা পত্র।

শিরোনামা।

বর্ধেনমতে কেবলায়ে মোয়াজ্জম কাবায়ে মোকাররম,
জোনাব মুনশী আনারুদ্দীন আহমদ মাহেব
পাক জোনাবেষু।

সাং বাহাদুরপুর।

পোঃ গাঁড়াডোব।

জেলা - নদীয়া।

পত্রের ভিতর লিখিবার নমুনা।

মেহেরপুর—নদীয়া।

২২শে আষাঢ়, ১৩১৮।

পাক জোনাবেষু।

আদাব ও তসলিমাত বাদ আরজ—

খোদাতালার ফজলে ও আপনার নেক দোঙ-

য়াতে আমি ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন
মেহেরবানী করিয়া লিখিতে মজ্জি হয়। আমি দুই
এক দিনের মধ্যে কলিকাতায় যাইব ও তথায় উপ-
স্থিত হইয়া আপনাকে লিখিব। মিল্লণ ভাই
সাছেব বরিমালে গিয়াছেন, তাঁহার শরীরের অবস্থা
বড় ভাল নহে, জানিনা খোদাতালার মজ্জি কি ?
অধিক আর কি লিখিব, পাক জোনাবে আরজ ইতি।

নিয়াজমন্দ

শেখ মহিউদ্দীন আহাঙ্গদ।

(২)

দাদি ও নানী ইত্যাদির নিকটে পত্র লিখিবার
পাঠ।

শিরোনামা।

বখেদমতে হুজরত মোয়াজ্জমা ও মোকাররমা।

বিবি নূরনেসা সাছেবা।

সাং ঘোনা, মুনশী বাড়ী।

পোঃ গড়পাড়া।

ঢাকা।

পত্রের ভিতর ।

দহকুলা ।

পোঃ ভাদালিয়া—নদীয়া ।

৩০ শে আশ্বিন, ১৩১৮ ।

জোনাবেশু ।

তসলিম বাদ আরজ—

খোদার ফজলে ও আপনার দোওয়াতে গত কল্য নিরাপদে বাটিতে আসিয়াছি ও ভাল আছি, পত্রপাঠ মাত্র আপনার কুশলাদি লিখিবেন । জামা-লুদ্দীন মিয়ার পত্রে অবগত হইলাম যে তিনি গত মাসে বাটি গিয়াছেন । এবার দেশের অবস্থা বড় ভাল নহে, কারণ সময় যত রুষ্টি না হওয়াতে ধান্য রোপণ হয় নাই । অন্যান্য সমস্ত ভাল, অধিক আর কি লিখিব, আরজ ইতি ।

মিয়াজমন্দের

শেখ আজিজুদ্দীন আহাঙ্গদ ।

বাপ, চাচা, খশুর, মামু ও খালু ইত্যাদির নিকটে
পত্র লিখিবার পাঠ।

শিরোনামা।

বখেদমতে কেবলায়ে নোজাহান কাবারে বন্দেগান।
জোনুব হাজি মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ।

কেবলাগাহ সাহেব পাক জোনাবেষু।

৮১ নং দিন্দুরিয়াপাঠ।

কলিকাতা।

পত্রের ভিতর।

শোঃ গাঁড়াজোব,
নদীয়া।

স্বাঃ ভাদ্র, ১৩১৮ সাল।

পাক জোনাবেষু।

আদার ও তসলিম বাদ আরজ—

খোদার ফজলে ও আপনার মেক দোওয়াতে
ভাল আছি, আপনার পত্রপাঠ করিয়া সমস্ত সমাচার

জ্ঞাত হইলাম। আপনার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া
নিতান্ত চিন্তিত ও দুঃখিত আছি। খোদাতালা
সত্বর আপনাকে আরোগ্য করুন। আগামীকাল্য
মুর্শিদাবাদে যাইব, আপনি কেমন থাকেন তথায়
লিখিবেন। বাটির পত্রে অবগত হইলাম সকলে
ভাল আছে। অধিক আর কি লিখিব, আরজ
ইতি।

আপনার স্নেহের
শেখ জমিরুদ্দীন।

(৪)

মা, চাচি, খালা, ফুকু ও শাশুড়ি ইত্যাদির
নিকট পত্র লিখিবার পাঠ।

শিরোনামা।

বখ্শেদমতে হজরত মখদুমা মানুমা।

বিবি সালেহা খাতুন সাহেবা।

জোনাবেগম্।

মুনশী জমিরুদ্দীন আহাঙ্গদ সাহেবের বাটা।

মাং রহমতপুর।

পোঃ করিমপুর, — নদীয়া।

পত্রের ভিতর ।

যুযুডাঙ্গা—দিনাজপুর ।

১লা মার্চ, ১৩১৮ সাল ।

পাক জোনাবেষু ।

আমার হাজার হাজার আদাব জানিবেন ।
 খোদার কজলে ও আপনার দোওয়াতে ভাল
 আছি । কিন্তু বহু দিবস অতীত হইল আপনার
 কোন কুশল সংবাদ পাই নাই তাহাতে যে কত
 চিন্তিত আছি তাহা খোদাতালাই জানেন ; ফেরত
 ডাকে কুশল সংবাদ লিখিয়া সুখি করিবেন, যেন
 বিলম্ব ও অন্যথা না হয় । গত কল্য ভয়ানক বৃষ্টি
 হইয়া গিয়াছে, ইহাতে শস্যের বড়ই ক্ষতি
 হইবে । আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে রেক্তনে
 যাইবার ইচ্ছা আছে । কলিকাতার পত্রে অবগত
 হইলাম, তথাকার সকলেই ভাল আছেন । কাজ
 কর্ম বেশ চলিতেছে, তাহাতে কোন চিন্তা নাই ।
 অধিক কি আর লিখিব, সকলকে শ্রেণীমত দোওয়া
 সালাম দিবেন, আরজ ইতি ।

আপনার স্নেহের

মনিরুদ্দীন আহাঙ্গদ ।

বড় ভাই ও বড় নিস্পতি ইত্যাদির নিকট পত্র
লিখিবার পাঠ।

শিরোনামা।

বেরাদর সাহেব আলি মোনাজেল ফয়েজে আর্নামেল
জোনাব জান মোহাম্মদ সাহেব

পাক জোনাবেয়ু।

সাং আরবপুর।

পোঃ জমসেরপুর,—নদীয়া।

পত্রের ভিতর।

।

বরিশাল।

৮ই ভাদ্র, ১৩১৮ মাল।

বখেদমতেয়ু।

আদাব বাদ আরজ—

আপনি এখান হইতে যাওয়ার পর কোন সংবাদ
দেখ নাই বলিয়া নিতান্ত দুঃখিত আছি। পত্রপাঠ
মাত্র আপনার পৌছান সংবাদ লিখিয়া চিন্তা দূর

করিবেন। অদ্য পাঁচ দিবস গত হইল আন্ধা-
জানের জ্বর হইয়াছে, তিনি সর্বদাই আপনার কথা
মনে করিয়া থাকেন। আরও সমস্ত মঙ্গল আরজ
ইতি।

আপনার স্নেহের

শেখ গিয়াসুদ্দীন আহাঙ্গদ।

(৬)

বড় ভাবি ইত্যাদিকে পত্র লিখিবার পাঠ।

শিরোনাম।

আখেরি সাহেবা আকিকা মানুমা।

বিবি ফাতেমা খাতুন সাহেবা

জোনাষেয়ু।

সাং আশরাফপুর।

পোঃ ভাঙ্গুরিয়া।

(দিনাজপুর)।

পত্রের ভিতর ।

যোনা—গড়পাড়া ।

১লা আশ্বিন ১৩১৮ ।

জোনাবেশু ।

সালাম বাদ আরজ ।

আপনার পত্র পাঠ করিয়া সকল সমাচার অব-
গত হইলাম । আপনি সত্বর এখানে আসিবেন
শুনিয়া যে কত সন্তুষ্ট হইলাম তাহা খোদাতালাই
জানেন । খোনার ফজলে ভাল আছি আপনার
কুশল লিখিবেন । অধিক আর কি লিখিব সাক্ষাৎ
হইলে সমস্ত কহিব ও শুনিব আরজ ইতি ।

মেহের

আকতাবুদ্দীন আহম্মদ ।

(৭)

ছোট ভাই ছোট নিম্পতি (শালা) ইত্যাদিকে
পত্র লিখিবার পাঠ ।

শিরোনামা ।

বেরাদর আজিজল কদর ।

মোহাম্মদ সেরাজুদ্দিন চৌধুরী ।

ভাইজান দোওয়াবরেষু ।

সাং মেহেরপুর ।

পোঃ জামালপুর—মৈমনসিংহ ।

পত্রের ভিতর ।

ত্রিপুরা ।

৮ই ভাদ্র ১৩১৮ ।

দোওয়াবরেষু ।

আমার বহুত বহুত দোওয়া লইবা ।

খোদার ফজলে আমি ভাল আছি, তুমি কেমন
আছ পত্র পাঠ যাত্র লিখিয়া সুখী করিবা । সর্বদা

মন দিয়া লেখা পড়া করিবা । তাহাতে যেন অন্যথা
না হয় । আমি আগামী কল্য মুর্শিদাবাদে যাইব,
তথা হইতে আজিজুদ্দিন মিঞাকে আনিয়া কুষ্টিয়া
হাইস্কুলে ভর্তি করিয়া দিব । অন্যান্য সমস্ত মঙ্গল
ইতি ।

তোমার
এমাজুদ্দীন চৌধুরী ।

(৮)

ছোট বহিন ও ছোট শালিকে পত্র লিখিবার
পাঠ ।

শিরোনামা ।

হামশিরা আকিফা মস্তুরা ।

বিবি করিমন নেসা সাহেবা ।

দোওয়াবরেষু ।

সাং মাদারগঞ্জ ।

পোঃ বালিজুড়ী—মৈমনসিংহ ।

পত্রের ভিতর ।

।

বালুরঘাট—দিনাজপুর ।

২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ সাল ।

দোওয়াবরেষু ।

আমার বহুত বহুত দোওয়া জানিবা ।

তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম । আমার বাটীর অবস্থা নিতান্ত খারাপ, কারণ প্রায় সকলেরই জ্বর হইয়াছে । ডাক্তার কবিরাজের চিকিৎসায় ফল পাওয়া যাইতেছে না । বড় হাজি সাহেবের পেটে প্লীহা ও লিভারে ভারিয়া গিয়াছে, জীবনের আশা খুব কম । ফয়েজুল্লা মিত্রাকে বলিবা যেন মুখ খানি দেখাইয়া যায় । অধিক আর কি লিখিব ইতি ।

তোমার

মোহাম্মদ ইব্রাহিম ।

পুত্র ও ভাগিনা ইত্যাদিকে পত্র লিখিবার পাঠ ।

শিরোনামা ।

নূরচশম সাদত মন্দ

মোহাম্মদ জামালুদ্দীন মিক্রা

বাপাজান দোওয়াবরেষু ।

সাং মুনশীপাড়া ।

পোঃ গাঁড়াডোব,—নদীয়া ।

পত্রের ভিতর ।

ঠাকুরগাঁও—দিনাজপুর ।

১০ ভাদ্র, ১৩১৮ সাল ।

বাপাজান দোওয়াবরেষু ।

আমার বহুত বহুত দোওয়া জানিবে ।

খোদাত্তালার ফজলে আমি ভাল আছি । তুমি
কেমন আছ পত্রপাঠ মাত্র লিখিয়া সুখী করিবা ।

সদা সর্বদা মন দিয়া লেখা পড়া করিবা ; কাহারও
সহিত গালাগালি কিম্বা মারামারি করিও না ।
তোমার আক্ষাজান যখন যাহা বলেন তাহা করিবা,
সাবধান কথার অবাস্থ্য হইও না ইতি ।

তোমার পিতা
মনিরুদ্দীন আহাম্মদ ।

ওস্তাদ ও পীর এবং তত্ত্বাল্য ব্যক্তিকে পত্র
লিখিবার পাঠ ।

শিরোনামা ।

জোনাব ওস্তাদ সাহেব ফয়েজ রেসান ।

পীর সাহেব পাক জোমাবেমু ।

সাং পারগড়া ।

পোঃ গবিন্দগঞ্জ, — জেলা রংপুর ।

পত্রের ভিতর ।

করিমপুর নদীয়া ।

২১ ভাদ্র ১০১৮ ।

পাকজোনাবেষু ।

আমার হাজার হাজার আদাব জানিবেন ।

খোদাতালার ফজলে আমি ভাল আছি, আপনি কেমন আছেন মেহেরবানী করিয়া লিখিবেন । আমি এখন কলিকাতার আলিয়া মাদ্রাসার উলা জমাতে পড়িতেছি, দোওয়া করিবেন যেন পরীক্ষায় পাশ হইতে পারি । আপনার স্কুল কেমন চলিতেছে লিখিবেন । স্কুলের সমস্ত ছাত্রকে শ্রেণীমত দোওয়া মালাম দিবেন । আরজ ইতি—

আপনার দোওয়াকাজী ছাত্র ।

মোহাম্মদ ইব্রাহিম ।

ছুটির জন্য দরখাস্ত ।

শিরোনামা ।

পরম ভক্তিভাজন ।

নবাবস্ হাইস্কুলের হেডমাষ্টার

মহাশয় মান্যবরেষু ।

সাং মুর্শিদাবাদ ।

পত্রের তিতর ।

।

মুসলমান বোর্ডিং ।

৮ই জুন, ১৯১১ সাল ।

ভক্তিভাজনেষু ।

বিনীত মেলাম পূর্বক নিবেদন যিদং ।

মহাশয়! বাটীর পত্রে জ্ঞাত হইলাম আমার
কাতার জ্বর হইয়াছে এবং ভাই ভগ্নিগুলিও সকলে
সীড়িত । আমি অসুস্থ, অনুগ্রহ পূর্বক দশ দিনের
বিদায় দিতে আজ্ঞা হয়, সবিনয় নিবেদন ইতি ।

একান্ত বশমদ

শেখ. আজিজুদ্দীন ॥

স্ত্রীর নিকটে পত্র লিখিবার পাঠ ।

শিরোনামা ।

বেয়াপ্তনিহি তালা মান্নু বানাজাদে বানুয়ে

দামসাদ হামদাম ও হামরাজ ইয়ানে

নছিরনেগা সাল্লাম আল্লাহ তালা ।

ব্বিবী নছিরনেগা খাতুনে জান্নাত ।

শেখ সদরুদ্দীন লাহেবের বাটা ।

সং নাইলকোড়া ভাটারা ।

পোঃ তিল্লি,—ঢাকা ।

পত্রের ভিতর ।

।

মোকাম দিঘী ।

পোঃ গড়পাড়া,—ঢাকা ।

২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ সাল ।

আচ্ছালাম আলারকুম রাহমাতুল্লাছে বারকাতোহ ।

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দ সাগরে ভাসমান
হইলাম । আমার প্রতি তোমার যে এত ভালবাসা
আছে তাহা পূর্বে জানিতাম না । তোমার পত্র

যত বারই পাঠ করি ততবারই হৃদয়ে আনন্দের উদয় হয়। এই পত্রের উত্তর পত্রে জানাইতে পারিলাম না, খোদা চাহেতো ছুটির সময়ে সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কহিব ও শুনিব। খোদার ফজলে ভাল আছি, তোমার কুশল চাই ইতি।

তোমারই

মোহাম্মদ মমিনদীন।

স্ত্রীর নিকটে দ্বিতীয় পাঠ।

শিরোনাম।

দামদ্ সাজ্ হামদাম্

বিবি আছেয়া খাতুন সাহেবা।

দোঃরাবরেষু।

সাঃ ঘোমা।

পোঃ গড়পাড়া।

ঢাকা।

কাবিন নামা ।

জামালুদ্দীন মিক্রা ।

সাং মুনশীপাড়া ।

লিখিতং মোহান্নাদ জামালুদ্দীন মিক্রা, পিতার
নাম মনিরুদ্দীন মিক্রা সাং মুনশীপাড়া পোঃ মেহের-
পুর থানা গাংনী জেলা নদীয়া ।

কস্ম শুভবিবাহের কাবিননামা পত্রমিদং কার্য্য-
নঞ্চাগে আমি স্বেচ্ছানুসারে জেলা মুর্শিদাবাদ
পোঃ চুরা, থানা ডোমকুল আজিমগঞ্জ সাকিম পার-
দেয়াড় গ্রাম নিবাসী জোনাব হাজি আছিরুদ্দীন
সাহেবের কন্যা বিবি খোদেজা খাতুনকে তথাকার
মুনশী মহিউদ্দীন সাহেবের পুত্র মুনশী ফয়েজুদ্দীন
সাহেবের ওকালতীতে ও বেতাই নিবাসী মৌলবী
লুৎফল হক সাহেবের পুত্র মৌলবী নুরুল হক
সাহেবের ও শ্যামপুর নিবাসী হাজি আছিমুদ্দীন
সাহেবের পুত্র মির মোস্তফার আলি সাহেব প্রভৃতি
সাক্ষীদিগের সাক্ষাতে মোসলমানি সরার বিধান
মতে নিম্নলিখিত স্বর্ত্ত স্বীকার পূর্বক প্রতিজ্ঞা করি-

তেছি যে, পাঁচ শত টাকা মোহরানা দিব। তন্মধ্যে দুই শত টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার নগদ আদায় দিয়া উক্ত বিবি সাহেবাকে বিবাহ করি-
লাম।

১ম স্বর্ত্ত। বিবি সাহেবার বিনা অনুমতিতে অন্য বিবাহ করিব না, যদি অন্য বিবাহ করি তবে বিবি সাহেবার উপরে এক তালাক বর্ত্তিবে।

২য় স্বর্ত্ত। বিবি সাহেবার অনুমতি ব্যতীত উপপত্নী রাখিব না কিম্বা ব্যভিচার করিব না, যদি করি তবে দুই তালাক বর্ত্তিবে।

৩য় স্বর্ত্ত। বিবি সাহেবাকে ইসলাম ধর্মের রোজা ও নামাজ ইত্যাদি ধর্মকার্য শিক্ষা দিব। পরদার বাহিরে কোন কর্ম করিতে দিব না। বাটীতে পায়খানা ও পানির বন্দোবস্ত করিয়া দিব। অন্যান্য তিরস্কার ও গালাগালি কিম্বা প্রহার করিব না। যদি পিত্রালয়ে যাইবার আবশ্যক হয় তবে পাঠাইয়া দিব।

৪র্থ স্বর্ত্ত। বিবি সাহেবার অনুমতি ভিন্ন দূর দেশে যাইব না, যদি যাই তাহা হইলে ছয় মাসের ধোরাক পোষাক দিয়া যাইব।

৫ম স্বর্ত্ত। দেন মোহরের যে টাকা বাকি

ধাকিল উহা ক্রমশঃ পরিশোধ করিব। যদি আমার দেয় অলঙ্কারাদি কোন কারণে বন্ধক দেই বা খরচ করিয়া ফেলি, তবে পুনরায় নুতন প্রস্তুত করিয়া দিব। যদি দিতে অক্ষম হই তবে আমার স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তির দ্বারা আদায় করিতে পারিবে, তাহাতে আমি কোন আপত্য করিব না। এই করারে বিবাহের কাবিন নামা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৮ সাল। ২৬ শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।

সাক্ষী।

সাক্ষী।

মোহাম্মদ নূরুল হক।

মির মোস্তার আলি।

সাং বেতাই।

সাং শ্যামপুর।

তালাক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

বিবি ধর্ম্মানুসারে না চলিলে, চরিত্রে সন্দেহ হইলে, কিম্বা সর্বদা কলহ ও মারামারি হইয়া সংসার ছারখারে যাইবার উপক্রম হইলে, পুরুষ বিবিকে তালাক দিতে পারে। একবারে তিন তালাক দেওয়া উচিত নহে। তিন তালাক দিয়া

আর লইতে পারে না। তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী যদি অন্য পুরুষকে নেকা করিয়া মরিয়া যায় কিম্বা তালাক দেয়, তাহা হইলে পূর্ব স্বামীর সহিত নেকা হইতে পারে। স্ত্রীর স্বামী মরিয়া গেলে চার মাস দশ দিন পর নেকা করিতে পারে। ইজ্জতের মধ্যে নেকা করা বা নেকার পরগম করা হারাম। তালাকে স্ত্রী তিন ছায়েজ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া নেকা করিবে। এক সঙ্গে দুই ভগ্নিকে নেকা করা হারাম, যদি কেহ করে তবে সে কাফের।

তালাক নামা।

খিতম্ব মোহাম্মদ হারাম বিশ্বাস, পিতার নাম নেপাল বিশ্বাস সাং তিতুদহ, থানা কালুপোল জেলা মালদহ।

কম্ব তালাক নামা পত্র মিদং কার্যনকাগে আমি গত ১২২১ সালের ৩০ শে চৈত্র তারিখে ষোকমা বিবাসী তফিলুদ্দীন মিক্রার কন্যা বিবি রোকিয়া খাতুনকে সাদি করিয়া ছিলাম, কিন্তু একগে তাহার

সহিত সর্বদা কলহ হওয়াতে দেন মোহরের সমস্ত
টাকা দিয়া তিন তালাক দিলাম । ইতি সম ১৩১৮
সাল, ৫ই মাঘ ।

সাক্ষী ।

রহিমুদ্দীন খাঁ ।

সাং কৃষ্ণনগর ।

সাক্ষী ।

আতায়ররহমান খাঁ ।

সাং বোয়ালী ।

লাইব্রেরীতে পত্র লিখিবার ঠিকানা ও আদর্শ ।

কলিকাতা কিম্বা অন্য কোন স্থান হইতে ভিঃ
পিঃ ডাকে বা পার্শেল যোগে পুস্তক আনাইতে
হইলে নিম্নলিখিত আদর্শের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য
রাখিয়া পত্র লেখা উচিত । অনেকে খোলাসা
ভাবে পত্র লিখিতে না জানায় অনেক সময় নিজেও
অপদস্ত হয়েন এবং দোকানদারকেও ক্ষতিগ্রস্ত
করাইরা থাকেন, অতএব সাধারণের হিতার্থে নিম্নে
এতদ সম্বন্ধে একটা আদর্শ লিখিয়া দিলাম ।

(১৬)

শিরোনামা ।

মান্যবর

জোনাব মুনশী মনিরুদ্দীন আহাঙ্গদ সাহেব

মেহেরবানেমু ।

৩৩৭ নং অপার চিৎপুর রোড, (কলিকাতা) ।

পত্রের ভিতর ।

।

মোকাম কাকডোব ।

পোঃ বসন্তনগর,—দিনাজপুর ।

২২ই আশ্বিন, সন ১৩১৮ ।

জনাব !

পত্রে আদাব জানিবেন ।

আপনার পুস্তকালয়ের সুখ্যাতি শুনিয়া বিশেষ
প্রীতিলভ করিলাম । অনুগ্রহ পূর্বক নিম্নলিখিত
পুস্তকগুলি শীঘ্র (*) পাঠাইয়া বাধিত
করিবেন । জনাবে আরজ ইতি—

- ১। কাছাছল আশ্বিয়া পাকা জেলেদ বাঁধা ।
- ১। তাজ কেবাতল আওলিয়া হাক জেলেদ বাঁধা ।
- ২। মোহছেনল এছলাম ।
- ৫। খোদগল্প ।

* এক সঙ্গে বেশী কেতাব লইতে হইলে বাড়ীর নিকটস্থ রেল
কিন্দা জাহাজ যোগে লওয়াই সুবিধা, কারণ ইহাতে প্রতি মণে ২২
তিঃ লাগিবে আর ডাকযোগে লইলে প্রতি সেরে ১০ হিঃ পড়িবে ।
যিনি রেল বা জাহাজ যোগে লইতে ইচ্ছুক হইবেন, তিনি এস্থলে
ষ্টেশনের নাম লিখিবেন ; আর ডাকযোগে লইতে হইলে “ডাক-
যোগে” উল্লেখ করিয়া লিখিবেন, যেমন (ক) নিম্নলিখিত পুস্তক-
গুলি শীঘ্র বোয়ালমারী ষ্টেশনযোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন ।
(খ) নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি শীঘ্র ডাকযোগে পাঠাইয়া বাধিত
করিবেন ।

- ১০। সুই শত উপদেশ ।
২। হিত্তোপদেশ । (দেশান চন্দ্রের কৃত) ।
২। ঐ মানে । (অতুল চন্দ্রের কৃত) ।
২৫। নব ধারাপাত । (আশুতোষদেব কৃত) ।
২৫। শিশুশিক্ষা প্রথমভাগ ।
১০। ঐ দ্বিতীয় ভাগ ।
২। মহাভারত বিলাতি বাইণ্ডিং ।

প্রতিখানা No/০ আনার মধ্যে দিবেন ।

জাওরাকল ইমান
রহমতে হক
এছলামে দিন } এই তিন খানা এক
সঙ্গে (+) জ্বেলদ
বাঁধাইয়া দিবেন ।

পশ্চিমা ছাপা উর্দু ।
মেগ্গাহল জাম্নাত
হেদাএতল এছলাম
রাহেনাজাত } এই তিন খানা বহি
একত্র (+) জ্বেলদ
করিয়া দিবেন ।

- ১। কানপুরী ছাপা নকল নিজামি কোরাণ শরিফ ।
৪। কলিকাতার ছাপা মাঝারি কোরাণ শরিফ ।

মোট বহি ১০৫ খানা ।

বসুদ—গাঁণি মহাস্কদ সরকার ।

মোঃ কাকডোব, পোষ্ট বসুদনগর, জেলা দিনাজপুর ।

(+) জ্বেলদ রকম ২ হটয়া থাকে । ৮পেঞ্জী সাইজের মূল্য—
পাকা সোনালি ১০, পাকা চান্দ্রি ১০ । হাক সোনালি ১০ আনা,
হাপ চান্দ্রি ১০ আনা । চটি জ্বেলদ ১০ আনা । যে প্রকার
জ্বেলদ লইবেন তাহা এস্থলে খোলাসা করিয়া লিখিবেন ।

রেলের টিকিট কালেক্টার নির্দিষ্ট সময়ে যদি টিকিট না দেন কিম্বা বেশী ভাড়া লন অথবা অকারণে আরোহীদের ট্রেন ফেল করান তাহা হইলে রেলের বড় কর্তা অর্থাৎ ট্র্যাফিক সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাহাদুরের নিকটে জানাইলে তাহার প্রতিকার হয়।

(১৭)

দরখাস্ত ।

শিরোনাম ।

মাননীয় ই, বি, এন্স রেলওয়ের ট্র্যাফিক
সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাহাদুর সমিতিপেয়ু ।
নোকাম—কলিকাতা ।

দরখাস্তের ভিতর ।

চুয়াডাঙ্গা—নদীয়া ।

২ই জুন ১৯১১সাল ।

মহিমার্গবেয়ু ।

বিনীত সেলাম পূর্বক নিবেদন মিদং ।

মহাশয় ! আমি কলিকাতায় অতি আবশ্যকীয়

কোন কার্যের জন্য যাইতেছিলাম কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে টিকিট না পাওয়ায় আমি ট্রেন ধরিতে পারি নাই। ইহাতে আমার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। পরের ট্রেনে টিকিট চাহিলে এক টাকার স্থলে তিনি দেড় টাকা লইয়াছেন হুজুর মালেক বিচার করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি—

দরখাস্তকারী

মোঃ মোকাররম হোসেন।

সাং সাহার বাটী।

কোন পোস্টাফিসের পিণ্ডন ঠিক বিট অনুসারে চিঠি পত্র না দিয়া বিলম্ব করিলে তাহার বিরুদ্ধে পোস্টাফিসের ইনস্পেক্টর, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কিম্বা একেবারে জেনারেল পোস্টমাষ্টার বাহাদুরকে জানান যাইতে পারে। পোস্টাফিসের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিতে হইলে দরখাস্তের উপরে টিকিট না দিয়া “পোস্টাফিসের বিরুদ্ধ” এই কথাটি বাঙ্গালায় ও পত্রের উপরে প্রেরকের নাম ধাম দিলেই হয়।

দরখাস্ত ।

শিরোনাম ।

মহামহিম পোস্টাফিসের ইনস্পেক্টার মহাশয়
সমীপেষু ।

মোকাম রংপুর ।

দরখাস্তের ভিতর ।

।

নিলফামারি—রংপুর ।

৮ই জুন ১৯০৮ ।

মহিমার্গবেষু ।

বিনীত সেলাম পূর্বক নিবেদন মিদঃ ।

মহাশয় ! আমাদের পোস্টম্যান নির্দিষ্ট তারিখে
আমাদের গ্রামে আসিয়া চিঠিপত্র বিলি না করাতে
আমরা সময় মত পত্রাদি পাই না, ইহাতে বিষয় কর্ণে
আমাদের মথেক জতি হয় । অনুগ্রহ পূর্বক ইহার
প্রতিকার করিতে আজ্ঞা হয় । নিবেদন ইতি—

অনুগ্রহপ্রার্থী

নছিরুদ্দীন মণ্ডল ।

সাং পাড়মড়া ।

(৩৫)

(১২)

বিবাহের নিমন্ত্রন পত্র ।

শিরোনাম ।

আরজদস্তে বখ্বেদমত

মোহাম্মদ আব্বাস আলি মিক্রা ।

সাহেব খেদমতেষু ।

সাং শীকারপুর—নদীয়া ।

পত্রের তিতর !

আল্লাহো আক্বর ।

কুড়িগ্রাম—রংপুর ।

২৫ শে আবেণ, ১৩১২ ।

বফজ্লে খোদাওয়ান্দ রকিবল আলামিন ।

তোফেলে জোনাব সৈয়দেল মুরছালিন ।

খেদমতেষু ।

আছসালাম আলায়কুম বাদ আরজ এই
ষে, আগামী ৩০ শে আবেণ শুক্রবার তারিখে
আমার পুত্র মোহাম্মদ আজিজুদ্দীন মিক্রার শুভ
বিবাহ গণেশপুর নিবাসী মুন্সী সাখাতুল্লা সাহে-
বের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত দুসম্পন্ন হইবে । মহো-

দয় অনুগ্রহ পূর্বক যথা সময়ে সবাক্কে মদীরা ভবনে
 ভোগম পুরস্কার শুভ কার্যে যোগদান ও প্রীতি
 ভোজন করিয়া বরানুগমন পূর্বক কৃতার্থ করিবেন।
 নিজে যাইতে না পারায় পত্র দ্বারা নিমন্ত্রন করিলাম
 ক্রটি মার্জনা করিবেন। নিবেদন ইতি—

বিনীত নিবেদক।

মোহাম্মদ মোহাছেদ।

ধর্মসভার বিজ্ঞাপন।

আগামী ১০ই আশাঢ় রবিবার হুগলি চুঁচুড়াতে
 একটি বিরাট ধর্ম সভার অধিবেশন হইবেক। জেলা
 নদীরা পোস্ট গাঁড়াডোব নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ইসলাম
 ধর্ম প্রচারক প্রসিদ্ধ সুবক্তা বাগ্মীর মুন্সী শেখ
 জামিরুদ্দীন সাহেব ইসলাম ধর্ম ও সমাজের উন্নতি
 লক্ষ্যে বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিবেন। সর্ব
 সাধারণের উপস্থিতি ও সাহায্য প্রার্থনীয়।
 নিবেদন ইতি।

চুঁচুড়া—হুগলি।

সমাজ সেবক

সম ১৩১৮ দাল, ১লা আশাঢ়।

শেখ ওসমান গণি।

মূল্য পুস্তকালয়ের বিজ্ঞাপন ।

নিম্নোক্ত পুস্তকের মূল্য ছাড়া ডাবমার্বেল বরচা লাগিবে ।

ইসলামের সত্যতা ।—হিন্দু, খৃষ্টান ও
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ইসলামের সত্যতা সহজে যে
সমস্ত মতব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই পুস্তকে
লেখা হইয়াছে । মূল্য তিন আনা মাত্র ।

হজরত ইসা কে ?—দেড় আনা মাত্র ।

ইসলাম গ্রহণ ।—দেড় আনা মাত্র ।

জওয়াবোন্নাছারা ।—খৃষ্টানদিগের কঠিন
প্রশ্নের উত্তর । যিনি এই পুস্তক পড়িবেন তিনি
নিশ্চয় পাদরী ও খৃষ্টান প্রচারক দিগকে পরাস্ত
করিতে পারিবেন । মূল্য দুই আনা ।

খোমসুল্লা —যদি হামিতে২ মজলিস্ গরম ও
হামির ফুয়ারা ছুটাইতে চান, তবে এই পুস্তকখানি
ক্রয় করুন । মূল্য তিন আনা ।

উপদেশ ভাণ্ডার ।—যদি সেখ ছাদি ও
অন্যান্য জ্ঞানীগণের উপদেশ ও কঠিন কঠিন মছলা
সমূহ পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে চান তবে
এই পুস্তকখানা শীঘ্র ক্রয় করুন । মূল্য তিন আনা ।

ঠিকানা—মনিরুদ্দীন আহাম্মদ ।

৩৩৭ নং অপার চিৎপুর রোড, গরাগছাট ।

বিজ্ঞাপন ।

জেলা নদীয়ার অন্তর্গত পোস্ট গাঁড়াডোবা
নিবাসী প্রসিদ্ধ ইসলাম ধর্মপ্রচারক মুন্সী শেখ
মনিরুদ্দীন কৃত ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী ।

নিম্নোক্ত পুস্তকের মূল্য হাড়া হাকমাগুল খরচা লাগিবে ।

মেহের চরিত ।—ইসলাম ধর্মপ্রচারক মুন্সী
মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ বরহম সাহেবের জীবন চরিত
উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত মূল্য আট আনা ।

চুইশত উপদেশ ।—এই পুস্তকে লোকমান
ছাবিম, সেক ছাদি ও অন্যান্য মহাজাগণের মূল
শাস্তি উপদেশ পাওয়া যায় । মূল্য এক আনা মাত্র ।

বাজালা ১ জল ।—মৌলুদ শরীফের মফেলে
ও ওয়াজের মজলিসে পড়িবার দরুদ; ইছা শুনিলে
মন মোহিত হইয়া যায় । মূল্য এক আনা মাত্র ।

শোকানল ।—অর্থাৎ প্রবল শোকোচ্ছাস ।
পড়িতে শোকে আত্মহারা হইতে হয়, তত্র
রণ করা যায় না । মূল্য এক আনা মাত্র ।

ইসলামী বক্তৃতা ।—যদি ঘরে বসিয়া বক্তৃতা
শুনিতে চান, তবে এই পুস্তক পাঠ করুন মূল্য ১/১ ।

ঠিকান.—মনিরুদ্দীন আহাম্মদ ।

৩৩৭ নং অপার চিৎপুর রোড, কলকাতা-৩৫

মোমেনানী প্রেস পুস্তকালয়—কলকাতা

